UG Semester – IV (G)
DSC – ID (Core-7) –
Modern Nationalism in India

Unit – 1 ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা আলোচনা কর।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশের পর্ব শুরু হয়। অনেকটাই ইউরোপীয়দের প্রভাবে। আর এই জাতীয়তাবাদের সংগঠিত রূপ পাই ১৮৮৫ সালের সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় হয়ে ওঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে চালিত করে এই জাতীয়তাবোধ। এই আন্দোলনের ফলে প্রাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা। তবে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সরূপ ও চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। এই প্রশ্নের ভিত্তিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন কতখানি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল তা এখানে আলোচনা করা হল।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপকে বোঝার জন্য আমরা চার ধরনের ব্যাখ্যা পেয়ে থাকি। সেগুলি এখানে আলোচনা করা হল।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা : ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন – লর্ড ডাফরিন, ভ্যালেন্টাইন চিরল, লর্ড কার্জন ও মিন্টোর মত রাজনৈতিক কুশিলবরা। ১৯৪০ সালে ব্রুস. টি. ম্যাককুলি – তাঁর 'English Education and the Origins of Indian Nationalism' গ্রন্থে এই সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বকে প্রকাশ করেন। এই চিন্তাকে আরো নতুন রূপ দেন অনিল শীল, জে.এ. গ্যালহার মত ঐতিহাসিকরা। এই ঘরানা আবার কেমব্রিজ ঘরানা বলে পরিচিত হয়ে ওঠে। এঁদের মতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হল একটা বেসুরো আর্তনাদ। তাঁর মধ্যে সঙ্গতি খুজে পাওয়া মানে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলির (স্বদেশী, অসহযোগ বা আইন অমান্য অন্দোলন ও অন্যান্য) কোন মহৎ আদর্শ নেই। এদের মতে, ভারত কখনো জাতি রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। গোষ্ঠী স্বার্থে পুষ্ট সমাজ ও তাদের আন্দোলন। C.A.Bayly দেখিয়েছেন এলাহবাদ অঞ্চলের স্বদেশী নেতারা শেঠিয়া শ্রেণীর (ব্যাঙ্কার, বণিক, জমিদার) অনুগৃহীত ছিল। এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় গোষ্ঠী সংকীর্ণ ও স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল একটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল বলে সমালোচনা করেছেন নেমিয়ার পন্থী কেমব্রিজ ঘরানার ঐতিহাসিকরা।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টভঙ্গী : জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক এস. গোপাল কেমব্রিজ ঘরানার ঐতিহাসিকদের মত কে সমালোচনা করে বলেন – ভারতের জাতীয় আন্দোলন গোষ্ঠী স্বার্থ নয়, সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের লেখাপত্র থেকে আমরা জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা গড়ে ওঠার কথা পেয়ে থাকি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গিরিশ মুখার্জি, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিশ্বেশর প্রসাদ ও অমলেশ ত্রিপাঠী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারত যে একটা জাতিরাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিল তা এই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে পেয়ে থাকি[সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর A Nation in Making গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন]। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বড় করে দেখালেন নেতাদের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে। আর সমগ্র ভারতের মানুষের দেশপ্রেমে যে ঘটতি ছিল না, তা প্রচার করেন। জাতি গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা উচু-নিচু শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও জাতীয় আন্দোলন এই ছোট স্বার্থকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। এখানে গোষ্ঠী স্বার্থ নয়, বৃহত্তর স্বার্থে এই জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল বলে মনে করেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা।

মার্কসবাদী ঘরানা : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে মার্কসবাদী ঘরানার অবতারনা করেন রজনীপাম দত্ত। পরবর্তীকালে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান মানবেন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার, নরহরি কবিরাজ ও সুপ্রকাশ রায় প্রমুখরা। পরবর্তীকালে এই চিন্তাকে আরো স্পষ্ট করেন সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, ইরফান হাবিব, বরুন দে ও সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখ ঐতিহাসিকরা। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে শ্রেণী চরিত্রের মধ্যদিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। ঔপনিবেশিক যুগের শিল্প অর্থনীতি বা বাজার ব্যবস্থার অগ্রগতি আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে উল্লেখ করেন। বুর্জোয়াদের স্বার্থকে দেখাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এখানে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়। রজনীপাম দত্ত তাঁর India Today গ্রন্থে, ঔপনিবেশিক যুগে আধুনিক শিল্পের উত্থানের সঙ্গে বুর্জোয়াদের উত্থানের সংযোগ

দেখিয়েছেন। আবার এ. আর.দেশাই তাঁর – Social Background of India Nationalism গ্রন্থে শিল্প বিকাশের সঙ্গে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর উত্থানের কথা বলেন। আর এই বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পরিচালিত করেন বলে মনে করিয়ে দেন। বিপানচন্দ্র তাঁর India's Struggle for Independence গ্রন্থে বলেন – ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হল ভারতীয় জনগণের স্বার্থ ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মধ্যেকার মৌলিক দ্বন্দ্ব। আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে দুটি স্তরের কথা তুলে ধরেন ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, যথা – শিরোমনিতান্ত্রিক ও লোকায়ত। তিনি তাঁর Modern India গ্রন্থে বলেন – লোকায়তরা বারবার অবহেলিত থেকে যায়। এই চর্চাকে অনেকে 'তলা থেকে ইতিহাস' বলে উল্লেখ করেছেন।

নিম্নবর্গীয় ঘরানা : ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভিন্ন দৃষ্টভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা। এই ধারাটি Subaltern Studies নামেও পরিচিত হয় । ভারতে এই ধারার অবতারনা করেন রণজিৎ গুহ (১৮৮৩)। তিনি Subaltern Studies গ্রন্থের মধ্যদিয়ে এই চর্চার সূত্রপাত ঘটান। তাঁর অনুগামীরা হলেন জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, শহিদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র প্রমুখ ঐতিহাসিকরা। এদের মতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হল উচ্চবর্গের কর্মযজ্ঞের ফসল। সেখানে নিম্নবর্গ মানুষের কোন স্থান নেই। এই চর্চায় তাঁরা অবহেলিত। এখানে জোর দেওয়া হয় – সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় উচ্চবর্গীয়দের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মানুষদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের পার্থক্যের কথা। লিপিবদ্ধ হয় নিম্নবর্গীয়দের চিন্তা-চেতনার কথা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিম্নবর্গীয়রা নির্জীব ও পরাধীন। ভারতের জাতীয়বাদী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের কোন স্থান নেই বলে উল্লেখ করেন রণজিৎ গুহ। জনগণের আন্দোলনকে কেমন করে উচ্চবর্গীয়রা আত্মসাৎ করে নেয় তার স্পষ্ট বিবরণ দেন, ডেভিড হার্ডিম্যান তাঁর – Peasant Nationalist of Gujrat (1981) গ্রন্থে। তবে এই চর্চার ধারা পাল্টে যায় ১৯৮৫ সালে গায়েত্রী স্পিভ্যাক এর হাত ধরে। তিনি এখানে শুধু নিম্নবর্গের চিন্তা নয় সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠান বা ভাবাদর্শকেই আলোচনার অঙ্গীভূত করা আবশ্যিক বলে মনে করেন।

ভারতের ইতিহাসচর্চায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে নানা ঘরানার মতকে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সরূপকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।